

তারিখঃ ১২/১০/২০২২ (পৃঃ ০১,১১)

সামনে সংকটের আশঙ্কা, খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে, এটা এখন অনিবার্য : প্রধানমন্ত্রী



বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেকোন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশবাসীকে আরও খাদ্য উৎপাদনের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, বিশ্ব সম্প্রদায় আগামী বছর একটি গভীর সংকটের আশঙ্কা করছে।

তিনি বলেন, 'খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে। এটি এখন আমাদের জন্য অনিবার্য এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।'

শেখ হাসিনা গতকাল সকালে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভার প্রারম্ভিক বক্তব্যে এ আহ্বান জানান। তিনি তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি বৈঠকে যোগ দেন।

যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে তার সাম্প্রতিক সফরের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, তিনি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান এবং

বিভিন্ন সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করেছেন, বিশেষ করে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের অ্যাক্সেসক্রিয়ায় যেখানে সবাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, ২০২৩ সালে একটি গুরুতর দুর্ভিক্ষ হতে পারে যখন অর্থনৈতিক মন্দা আরও গভীর হবে এবং খাদ্য সংকট দেখা দেবে।

শেখ হাসিনা বলেন, আন্তর্জাতিকভাবে অনেক দেশে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। 'সুতরাং, আমাদের খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেই সঙ্গে খাদ্যকে প্রক্রিয়াজাতকরণের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'আমাদের একটা সুবিধা আছে যে আমাদের জমি অনেক উর্বর এবং যেখানে বীজ বপন করা হয় সেখানে কিছু উৎপন্ন হয়'। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও এটা বলতেন।

- ♦ বিদ্যুৎ জ্বালানি পানি গ্যাস ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে হবে
- ♦ প্রতিটি পরিবারকে সঞ্চয় করার অনুরোধ

সরকারপ্রধান বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর এই বাণী অনুসরণ করে ব্যাপকভাবে খাদ্য উৎপাদনে মনোযোগ দিতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'গুধু তাই নয় খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করতে হবে।'

পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী জনগণকে কঠোর পরিশ্রম করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আমরা কোন অপ্রয়োজনীয় খরচ বাড়াব না বরং আমরা বিদ্যুৎ, জ্বালানি, পানি, গ্যাস ইত্যাদি ব্যবহারে আরও সাশ্রয়ী এবং সচেতন হবো।'

তিনি দেশের প্রতিটি পরিবারকে তাদের সাধ্যমতো সঞ্চয় করার অনুরোধ জানান। 'এটি সরকারের জন্যও প্রয়োজ্য।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার কোন কিছুই অপ্রয়োজনে ব্যবহার করতে যাবে না।

তিনি বলেন, 'আমরা যা প্রয়োজন তা ব্যবহার করব, এর বেশি নয়। আমাদের অপ্রয়োজনীয় কোন কিছু ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই। কারণ আমি বিশ্বনেতা ও সংস্থার প্রধানদের মধ্যে উদ্বেগ দেখেছি। তাই আমাদের যথেষ্ট সতর্কতামূলক পদক্ষেপ বজায় রাখতে হবে।'

শেখ হাসিনা বলেন, সব প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, সরকার তাই করবে যতদিন জনগণ আমাদের সঙ্গে থাকবে। তিনি বলেন, 'জনগণ

➤ পৃষ্ঠা ১১ : ক : ১

সামনে সংকটের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। যতদিন মানুষ আমাদের সঙ্গে থাকবে ততদিন আমাদের কোন টেনশন নেই। আমাদের জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে এবং তাদের কাজে লাগাতে হবে, যেভাবে আমরা করোনাভাইরাস মোকাবিলার সময় করেছিলাম।’

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবসময় মূল্যস্ফীতি নিয়ে আলোচনা করে মূল্যবান সময় ক্ষেপণ না করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে অনুরোধ করেন।

তিনি বলেন, ‘কারণ, বিশ্বের অনেক দেশই এই বিষয়ে আলোচনা করে না। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় দেশগুলো মূল্যস্ফীতির বিষয়ে অনেক বেশি আগ্রহ দেখালেও তাদের নিজেদের দেশে বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করে না।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমাদেরও বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার দরকার নেই, তবে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম সাধারণের নাগালের মধ্যে রাখার চেষ্টা করা উচিত। এজন্য যা যা প্রয়োজন আমরা তা করব।’

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রতিটি প্রকল্প নেয়ার আগে সবাইকে দেশের জনগণের সর্বোচ্চ কল্যাণ এবং সেই প্রকল্প থেকে কি সাফল্য আসবে সে কথা ভাবতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, ‘ফাভ পাওয়া গেলেই অপ্রয়োজনে কোন প্রকল্পে বাঁপিয়ে পড়ার দরকার নেই। যেকোন প্রজেক্ট আমাদের খুব সাবধানে যাচাই-বাছাই করে নিতে হবে যাতে সেই প্রজেক্ট থেকে আমরা কিছু রিটার্ন পেতে পারি, যা দেশের জন্য উপকারী হবে। আমরা সেই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করব।’

তিনি বলেন, এমন কোন প্রকল্প নেয়ার প্রয়োজন নেই যা দেশের জন্য কল্যাণকর হবে না।

তিনি বলেন, ‘আমি সেরকম কোন প্রজেক্ট নিইনি, আমরা এ ব্যাপারে সবসময় সতর্ক ছিলাম।

ভবিষ্যতে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।’

তিনি বলেন, জনগণের প্রতি সরকারের সব সময় দায়িত্ব রয়েছে। ‘আমরা তা অনুধাবন করতে পারি এবং আমরা এ লক্ষ্যে কাজ করি।’

প্রধানমন্ত্রী যত দ্রুত সম্ভব চলমান প্রকল্পগুলো শেষ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি আরও বলেন, ‘প্রকল্প সম্পন্ন করলে আমরা যেসব প্রকল্পের সুফল পেতে পারব এবং দেশের অর্থনীতিতে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে, আমাদের সেসব প্রকল্প বেছে নিতে হবে এবং দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।’

তিনি যেসব প্রকল্প কিছুটা ধীরে ধীরে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে সেগুলো বাছাই করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে নির্দেশ দিয়েছেন।

শেখ হাসিনা বলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা ছাড়া কোন দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, ২১ বছরে ক্ষমতা জনগণের হাতে ছিল না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষমতা ছিল সেনানিবাসের ভেতরে। দেশের সংবিধান উপেক্ষা করে সামরিক অধ্যাদেশ দ্বারা দেশ পরিচালিত হয়েছিল।

তিনি উল্লেখ করেন, গণতন্ত্রের নামে গ্রহসন এবং নির্বাচনের নামে ভোট কারচুপির উৎসব চলছে।

তিনি বলেন, ‘আমরা এগুলো প্রত্যক্ষ করেছি। ফলে বাংলাদেশ এগোতে পারেনি।’

তিনি বলেন, ২০০৮ সালে ক্ষমতায় এসে সরকার উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার কারণেই আমরা এই সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি।’

তিনি উল্লেখ করেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা ব্যতীত কোন দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

তারিখঃ ১২/১০/২০২২ (পৃঃ ১২, ০২)

দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়ার কোন সুযোগ নেই : কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশে ১৮ লাখ টন ধান, চাল ও গমের মজুদ আছে। দুর্ভিক্ষ হওয়ার কোন সুযোগ নেই বলে দাবি করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক। গতকাল সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে কৃষিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমনের যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল, তার চেয়ে বেশি ফলন হয়েছে। যুদ্ধের জন্য সারা পৃথিবীতে সমস্যা হলে আমরা তো আলাদা নই। সেজন্য প্রধানমন্ত্রী সতর্ক করেছেন সজাগ ও সচেতন থাকার জন্য।

মন্ত্রী বলেন, এ মুহূর্তে চালের মজুদ আছে প্রায় ১৬ লাখ টন। ধান ৩৭ হাজার টন ও গম এক লাখ ৬৯ টন। এটা আমরা সাধারণত আশা করি ১০-১২ লাখ টন থাকা উচিত। কার্তিক-আশ্বিন মাসে প্রায় ১৮ লাখ টন খুবই ভালো মজুদ বলে আমি মনে করি। কাজেই এ নিশ্চয়তা দিতে পারি, দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

চাল ও নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে গেছে। বিদ্যুৎ পরিস্থিতি খারাপ। এ বিষয়ে কোন প্রভাব পড়বে কি না জানতে চাইলে কৃষিমন্ত্রী বলেন, পৃথিবীর মানুষ একটা শঙ্কার মধ্যে

➤ পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

দেশে দুর্ভিক্ষ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

আছে। সারা পৃথিবীর মানুষ উদ্ভিগ্ন, একটা ব্যাপক মন্দা হতে পারে সারা পৃথিবীতে, খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে। এ বছর ইংল্যান্ডের মতো দেশে ৪৪ ডিগ্রি তাপমাত্রা হয়েছে। পুরো গমের ক্ষেত পুড়ে গেছে। অন্য ফসলের ক্ষেতও পুড়ে গেছে। আমেরিকার মতো দেশে খরা হয়েছে। এজন্য একটা আশঙ্কার কথা আসছে।

তিনি আরও বলেন, যুদ্ধের জন্য সারা পৃথিবীতে সমস্যা হলে আমরা তো আলাদা নই। আমরা তো গম বিদেশ থেকে আনি। সেজন্য সজাগ থাকার জন্য, সচেতন থাকার জন্য এটা প্রধানমন্ত্রীর সতর্ক বাণী সবার জন্যই। সাধারণ নাগরিকদেরও আমরা সচেতন করছি। কার্পেটের নিচে ধুলো লুকিয়ে রেখে তো লাভ হবে না, তাতে দেশ আরও বিপর্যয়ের মধ্যে যাবে। কার্পেটের নিচে ধুলো দিলে তো যখন বিপদ হবে তখন মোকাবিলা করা কঠিন হবে।

তারিখঃ ১২/১০/২০২২ (পৃঃ ১৫)

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার পাচ্ছেন ৪৪ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান

■ সমকাল প্রতিবেদক

কৃষি খাতে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ৪৪ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার দেওয়া হবে আজ। ১৪২৫ বঙ্গাব্দের জন্য ১৫টি এবং ১৪২৬ বঙ্গাব্দের জন্য ২৯টি পুরস্কার দেওয়া হবে।

গতকাল মঙ্গলবার কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রদান উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য জানান। এ সময় কৃষি সচিব মো. সায়েদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব বলাইকৃষ্ণ হাজরা এবং মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিমন্ত্রী জানান, আজ বুধবার সকাল ১০টায় রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে ভারুয়ালি উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মন্ত্রী জানান, পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে ৩টি স্বর্ণ, ১৬টি রৌপ্য ও ২৫টি ব্রোঞ্জ পদক দেওয়া হবে। স্বর্ণপদকপ্রাপ্তরা ১ লাখ, রৌপ্যপদকপ্রাপ্তরা ৫০ হাজার ও ব্রোঞ্জপ্রাপ্তরা ২৫ হাজার টাকা করে নগদ পাবেন।

Date: 12/10/2022 (Page:B 4)

44 persons, orgs to get Bangabandhu Nat'l Agriculture Award

A total of 44 persons and organisations are going to receive Bangabandhu National Agriculture Award for their outstanding contribution to different fields in agriculture – for the Bangla years of 1425 and 1426 – today, Agriculture Minister Dr Muhammad Abdur Razzaque said on Tuesday.

The award will be given at a function at Osmani Memorial Auditorium while Prime Minister Sheikh Hasina will join it virtually from her official residence Gonobhaban.

Agriculture Minister Dr Muhammad Abdur Razzaque shared the information at a press briefing held at the Secretariat, reports UNB.

Among the recipients,



15 persons and organisations will receive the award for the Bangla year 1425 (2018) while 29 persons and organisations will receive the award for Bangla year 1426 (2019), under Bangabandhu Jatiya Krishi Purashkar Trust Law, 2016.

There will be three gold medals, 16 silver medals

and 25 bronze medals while certificates, awards and cash will also be given out among the recipients, he said.

Those who receive gold medals will be given Tk one lakh in cash while Tk 50,000 and Tk 25,000 will be provided to the silver medal and bronze medal recipients, respectively, he added.

In 1973, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman introduced the award in order to take forward the agro-based economy of the newly independent country.

After Bangabandhu's assassination in 1975, the subsequent government stopped the award.

But after assuming office in 2009, the Awami League government framed "The Bangabandhu Jatiya Krishi Purashkar Tahbil Ain-2009" – giving institutional shape to the award introduced by Bangabandhu.

The Bangabandhu Jatiya Krishi Purashkar Trust Law, 2016 was enacted to make the activities more dynamic.

Date: 12/10/2022 (Page: 12,11)

Bangabandhu National Agri Award to be given today

A total of 44 individuals and organisations will get Bangabandhu Jatiya Krishi Puroshkar-1425 and 1426 (Bangla year), (Bangabandhu National Agriculture Award-1425 and 1426), the highest state recognition in the agriculture sector, reports BSS.

The award giving ceremony will be held at 10:00am at Osamani Memorial Auditorium today.

Prime Minister Sheikh Hasina is expected to join the function virtually as the chief guest, said Agriculture Minister Dr M Abdur Razzaque in a briefing at the ministry's conference room on Tuesday.

Of them, 15 individuals and organisations will get the award for the year 1425 and 21 individuals and organisations will be awarded for 1426. **Page 11 Col 2**

Bangabandhu National Agri

From Page 12

Three gold medals, twenty-five bronze medals and sixteen silver medals will be distributed among the selected persons and organisations for their outstanding contributions in the different fields of agriculture.

The Ministry of Agriculture will arrange the function with Agriculture Minister and Chairman of Bangabandhu Krishi Puroshkar Trust Dr M Abdur Razzaque in the chair.

Each of the gold medal winners will receive Taka one lakh along with 18-carat gold medal weighing 25 grams, while each silver

medal winner will get Tk 50,000 cash along with a medal of 25 grams pure silver and each bronze medal winner will receive Tk 25,000 cash along with a bronze medal.

These awards will be given for their special contribution to the agriculture research and expansion, cooperatives, motivation, technology innovation, commercial farming, afforestation, rearing livestock and poultry and fish farming.

In 1973, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman introduced the award in order to take forward the Agri-based economy of the newly inde-

pendent country to a new height.

After the assassination of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in 1975, the subsequent governments cancelled the award.

But after assuming office in 2009, the present Awami League government led by Prime Minister Sheikh Hasina constituted "The Bangabandhu Jatiya Krishi Puroshkar Tahabil Ain-2009" for giving an institutional shape to the award introduced by Bangabandhu.

The Bangabandhu Jatiya Krishi Puroshkar Trust Law, 2016 was enacted to make the activities of this sector more dynamic.